Handout Number : 1119

**Bangladesh elected as the member of the Council of the International Seabed Authority**

Dhaka, 7 March 2021:

Bangladesh has been elected as the member of the Council of the International Seabed Authority (ISA) for a four-year term from 1 January 2021 to 31 December 2024. Bangladesh has active participation in ISA activities as member state as well as a member of Council. Bangladesh has been Council member for consecutive three 4-year terms; 2009-12, 2013-16 and 2017-2020.

 ISA was established in 1994, pursuant to the United Nations Convention on the Law of the Sea-1982, and is aimed at administering the mineral resources of the deep seabed beyond areas of national jurisdiction. ISA, having its headquarters in Kingston, Jamaica; is the organization through which States Parties to UNCLOS organize and control all mineral-resources-related activities in the Area for the benefit of mankind as a whole. In so doing, ISA has the mandate to ensure the effective protection of the marine environment from harmful effects that may arise from deep-seabed related activities. It has contributed to drafting of international rules and regulations on the exploitation of polymetallic nodules, Ferro manganese crust and polymetallic sulphides.

 As the executive organ of the Authority, the 36-member Council supervises and coordinates implementation of the elaborate regime established by the UNCLOS to promote and regulate exploration for and exploitation of deep-sea minerals by states, corporations and other entities.

 Notably, Secretary (Maritime Affairs Unit) at the Ministry of Foreign Affairs Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam is the current elected President of the 26th Session of the International Seabed Authority (ISA) Council. He was elected on 1 October 2020 and will act as the President until the next session, to be held tentatively in the end of this year.

 Rear Admiral (Retd) Md Khurshed Alam had also been elected before, as President of the 168-member 22nd Assembly in 2016 which was the first time for Bangladesh to be elected in such a position in the International Seabed Authority (ISA).

#

Khadiza/Nice/Sanjib/Rezaul/2021/2124 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১৮

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি পণ্যের সঠিক প্রদর্শন করতে হবে

 -- শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, আমাদের রপ্তানিযোগ্য অনেক পণ্য আছে যার সঠিক প্রদর্শন প্রয়োজন। চীন একটি বড় বাজার, এ বাজারে প্রবেশ করতে হলে সঠিকমানের পণ্য উৎপাদন করে তা সঠিকভাবে ক্রেতাদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আমাদেরকে চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফুড প্রসেসিং শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পণ্য উৎপাদনে যেতে হবে। বর্তমান বিশ্বে এ শিল্পের চাহিদা অনেক বেশি। তিনি আরো বলেন, যে কোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ এখন ভালো। বিশ্বের অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ এখানে বিনিয়োগ করছে। বিনিয়োগের জন্য সরকার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।

 আজ শিল্পমন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) এর একটি প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকালে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিসিসিসিআই’র সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা। এতে বিসিসিসিআই এর সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মৃধা বেনুসহ সিনিয়র সহসভাপতি, সহসভাপতি ও পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 সাক্ষাৎকালে বিসিসিসিআই’র প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন, সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করলে এদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীর সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়। বিসিসিসিআই’র প্রতিনিধিদল শিল্পমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং বাংলাদেশ-চায়না ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশ-চায়না ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্ভব সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/মাসুম/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 1117

**Tashkent observed the historic 7th March**

Tashkent, 7 March :

Bangladesh Embassy in Tashkent, Uzbekistan observed the Historic 7th March Speech of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in Sunday with due solemnity and respect at the Chancery of the Embassy.

Program started with playing National Anthem and hoisting of National Flag by Bangladesh Ambassador Mr. Md. Zahangir Alam.

At the beginning message from the President Md. Abdul Hamid was read out by Ambassador Md. Zahangir Alam and message of Prime Minister Sheikh Hasina by Mr. Nripendra Chandra Debnath, Minister and Deputy Chief of Mission.

Second part of the event was a special online webinar to commemorate the Historic 7th March Speech of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Webinar started with screening of documentary films on the Historic Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Also UNESCO representative in Uzbekistan Jan Hladik sent a video message paying rich tribute to the Father of the Nation of Bangladesh.

Bangladesh Ambassador Md. Zahangir Alam delivered opening speech for all participants and speakers who took part in special webinar.

Minister of State of Ministry of Public Administration of Bangladesh Farhad Hossain was the chief guest of the event and delivered his speech highlighting the historic importance of Bangabandhu`s 7th March Speech.

 Among others, Indian Ambassador to Uzbekistan Manish Prabhat, Prof. Dr. Md. Sazzad Hossain, Member of University Grants Commission of Bangladesh, Dr. Farzana Islam, Vice Chancellor of Jahangirnagar University, Dhaka, Prof. Dr. Obidjon Khamidov Khafizovich, Rector of Bukhara State University of Uzbekistan, Dr. H. M. Jahirul Haque Vice Chancellor of University of Liberal Arts Bangladesh, Dr. Gulom Ismailov Mirzaevich, Award Winner of International Mother Language International Award 2021, Dhaka, Prof. Begoyim Kholbekova, Prof. Muhibova Ulfat Uchqunovna, Tashkent State University of Oriental Studies, Dr. André Nel, Principal of British International School, Tashkent, Gulam Nobi, Bangladesh Community Leader and Valiant Freedom Fighter delivered speech on this occasion.

#

Nripen/Roksana/Masum/Nice/Sanjib/Joynul/2021/2150Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১৬

**এনপিও’কে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তরিত হতে হবে**

 **-- শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে সারা বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, পণ্যের গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এ লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)কে আরো আধুনিক ও শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তরিত হতে হবে এবং ভবিষ্যতে এনপিও’র পরিধি আরও বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন, মার্চ মাস আবেগ ও অঙ্গীকারের মাস। এ মাসে আমাদেরকে অঙ্গীকার করতে হবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে গতি এসেছে, সেই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।

 জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)-এর ১৬তম সভায় সভাপতিত্বকালে শিল্পমন্ত্রী এসব কথা বলেন। এনপিও’র পরিচালক ও পরিষদের সদস্য সচিব নিশ্চিন্ত কুমার পোদ্দারের পরিচালনায় কামাল আহমেদ মজুমদার এতে সহসভাপতি এবং শিল্পসচিব কে এম আলী আজম সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 এনপিসি সভার সহসভাপতি কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সরকার গৃহীত পদক্ষেপের সাথে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নে যুব সমাজকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। এর জন্য দেশের অর্থনীতিকে স্বনির্ভর ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিকসহ সর্বস্তরের জনগণের দায়িত্বশীল ভূমিকা থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় উৎপাদনশীলতা মাস্টার প্ল্যান ২০২১ থেকে ২০৩০ এর প্রস্তাবিত এজেন্ডাসমূহ যথাযথভাবে পালন সংশ্লিষ্টদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

 সভায় জানানো হয়, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা কারিকুলামে উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কন্টেন্টটি শিক্ষাবর্ষ ২০২২ সালে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে; এনপিও পেশাজীবী কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দেশব্যাপী উৎপাদনশীলতা বিষয়ক অবহিতকরণ শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে পাঁচ জেলায় সেমিনার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে; এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার প্ল্যানটি সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সে অনুযায়ী সরকারের মিশন ও ভিশন বাস্তবায়নে যুযোপেযোগী পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে এশিয়ান প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এপিও) জাপান হতে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও পরামর্শ সেবা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

 সভায় শিল্প, বাণিজ্য, পাট ও বস্ত্র, তথ্য, কৃষি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও সড়ক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এফবিসিসিআই, জাতীয় শ্রমিকলীগ ও নাসিবের প্রেসিডেন্ট, ডিসিসিআই, এমসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, আইইবি, বাংলাদেশ জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ, এনপিও, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিসহ কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/রোকসানা/মাসুম/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১১৫

**৭ মার্চেই কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু**

 **---শ ম রেজাউল করিম**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চেই বঙ্গবন্ধু লাখ লাখ মানুষের সামনে কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। যদিও ২৬ মার্চে পরিপূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে জাতিকে প্রস্তুত হতে বলেছিলেন। তিনি ভাষণে বলিছেলেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। একটি জাতির অতীত ইতিহাস, বর্তমান প্রেক্ষাপট আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এত চমৎকারভাবে বিশ্বের কোন জাতীয়তাবাদী নেতা তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামকে ঘিরে এভাবে করতে পারেননি, যেটা বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণে করে দেখিয়েছেন। এজন্য বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের বিস্ময়।

 আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পিরোজপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভায় সচিবালয়ে নিজ দপ্তর থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে পিরোজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা আজাদ, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেবেকা খান, পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাকিম হাওলাদার, পিরোজপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি আক্তারুজ্জামান ফুলু ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আহসান গাজী, সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী, পিরোজপুর জেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক গোপাল বসু, পিরোজপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদ খান টিটু, যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান শামীম, পিরোজপুর জেলা আওয়ামী ওলামা লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আব্দুল্লাহ প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, এবছর বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পঞ্চাশতম বছরে আমরা পদার্পণ করেছি। এ ভাষণ ইউনেস্কো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে তালিকাভুক্ত করে সংরক্ষণ করেছে। জাতিসংঘের সকল দাপ্তরিক ভাষায় অনূদিত হয়ে সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ ভাষণ আজ শুধু বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ পৃথিবীর বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত এমন একটি সৃষ্টি যে এর ভেতর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা নিহিত ছিলো। তাই এটি ইতিহাসের মহাকাব্য। এটি একটি দর্শন। যে কারণে এ ভাষণ বারবার গবেষণার দাবি রাখে।

 বাংলাদেশের আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা কোন ক্ষেত্রেই আমরা পিছিয়ে নেই উল্লেখ করে শ ম রেজাউল করিম আরো বলেন, সম্প্রতি কমনওয়েলথ বিশ্বের যে তিনজন নারী নেতাকে করোনা পরিস্থতি মোকাবিলায় সাহসী সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে তার অন্যতম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। জাতিসংঘ বিশ্বখ্যাত নেতৃত্বের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিবেচনা করে। বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বিশ্বের অন্যতম সৎ ও পরিশ্রমী প্রধানমন্ত্রী বলছে। বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই শেখ হাসিনা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এ কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বিস্ময়। বাংলাদেশের সরকার প্রধানকে বলা হয় উন্নয়নের জাদুকর।

 জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে দল-মত নির্বিশেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার জন্য এসময় সকলকে আহ্বান জানান মন্ত্রী। বিভ্রান্ত না হয়ে স্বাধীনতাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত না করারও অনুরোধ জানান তিনি।

#

ইফতেখার/রোকসানা/রেজুয়ান/নাইচ/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১১৪

**কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার**

 **---কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

            কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, এক সময় দেশে গবেষণার প্রায় পুরোটাই ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষি গবেষণায় ও কৃষির উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে উদারভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে। সেজন্য, প্রযুক্তিতে বিদেশ নির্ভরতা অনেকাংশে কমেছে। গবেষণা সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাগসই দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। চাষাবাদ, উপকরণ ব্যবহার ও অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদনসহ সকল কৃষিপ্রযুক্তি নিজেদেরকে আরো বেশি উদ্ভাবন ও তা দ্রুততার সাথে সম্প্রসারণ করতে হবে।

কৃষিমন্ত্রী আজ রাজধানীতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) আয়োজিত সংস্থাটির ‘সার্বিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা’ বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম।

এসময় কেজিএফকে বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের নির্দেশ দেন কৃষিমন্ত্রী ড. রাজ্জাক। তিনি বলেন, সরকার কেজিএফকে যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে-সে লক্ষ্য অর্জনে অর্থের যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে এবং চরাঞ্চল, উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকা, পাহাড় বা হাওরের প্রতিকূল এলাকায় কীভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যনির্ধারণী ও ফলাফল নির্দিষ্ট করে গবেষণা করতে হবে। একই সাথে, প্রকল্প বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন  ও মনিটরিং কার্যক্রমকেও শক্তিশালী করতে হবে। কেজিএফের গবেষণা থেকে বা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে  কৃষি উৎপাদন বা ফলন বৃদ্ধি কতটুকু হয়েছে, তার যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেজিএফের চেয়ারম্যান ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেজিএফের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (হর্টিকালচার) ড. শাহাবুদ্দীন আহমদ। কেজিএফের সার্বিক অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার উপর উপস্থাপনা করেন কেজিএফের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর এবং বর্তমান নির্বাহী পরিচালক ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস।

#

কামরুল/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১৩

**ড্যাপ বাস্তবায়নে রিহ্যাব ও বিএলডিএ-এর সুপারিশ পর্যালোচনায় ওয়ার্কিং কমিটি গঠন**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও ড্যাপ রিভিউ কমিটির আহ্বায়ক মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-ড্যাপ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিহ্যাব ও বিএলডিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করার জন্য একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ড্যাপ বাস্তবায়নের বিষয়ে রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন (রিহ্যাব) ও বাংলাদেশ ল্যান্ড ডেভলপারস এসোসিয়েশন (বিএলডিএ) এর প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন।

 মন্ত্রী জানান, ড্যাপ বাস্তবায়নে রিহ্যাব এবং বিএলডিএ-এর পক্ষ থেকে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও মতামত তুলে ধরা হয়েছে। এসব মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনার জন্য গৃহায়ণ ও গণপূর্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি এসব সুপারিশ পর্যালোচনা করে সারসংক্ষেপ ড্যাপের আহ্বায়কের নিকট উপস্থাপন করবেন।

 সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড্যাপের রিভিউ কমিটির আহ্বায়ক তাজুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন সময়ে ঢাকা নগরীতে অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এতে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর যাতে অপরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো নির্মাণ না হয় সে জন্য ড্যাপ বাস্তবায়ন জরুরি। আইন লঙ্ঘন করে কেউ কোনো কিছু তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

 এর আগে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, যেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের সুযোগ রয়েছে সেখানে তা নির্মাণ করা হবে। আর যেখানে সকল নাগরিক সেবা প্রদান করা সম্ভব না সেখানে সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করতে দেয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, মানুষ যদি চলাচলের জন্য রাস্তা না পায়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সেবার সুযোগ না থাকে, ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার মাঠ এবং ওয়াটার বডিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকে তাহলে সেখানে বড় বড় বিল্ডিং করা ঠিক হবে না। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

 সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের চেয়ারম্যান ড. সাঈদ হাসান শিকদার, ড্যাপের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও বিএলডিএর সভাপতি আহমেদ আকবর সোবহান এবং রিহ্যাবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/রোকসানা/মাসুম/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১১২

**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চার নারী বিচারকের অংশগ্রহণ**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চার নারী বিচারক অংশ নিতে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন দক্ষিণ সুদানে অবস্থিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (ইউএনএমআইএসএস) এবং অন্যজন সোমালিয়ায় অবস্থিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (ইউএনএসওএম) যোগ দিবেন। চার বিচারকের মধ্যে মুন্সীগঞ্জের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ আফসানা আবেদীন ও টাংগাইলের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নওরিন মাহবুবা আগামীকাল ৮ মার্চ দক্ষিণ সুদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন। এ উপলক্ষে আজ সচিবালয়ে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার তাঁদের বিদায়ি শুভেচ্ছা জানান। এ সময় বিভাগের যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহাসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 কক্সবাজার জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক (জেলা জজ) জেবুন্নাহার আয়শা আগামী ১৯ মার্চ দক্ষিণ সুদানের উদ্দেশ্যে এবং জামালপুরের যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ লুবনা জাহান ১৫ মার্চ সোমালিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন।

 তাঁরা সেখানে রুল অভ ল‘ অ্যাডভাইজরি শাখায় এক বছর প্রেষণে জাস্টিস এডভাইজার হিসেবে বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও উন্নয়নে কাজ করবেন। এজন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে আইন ও বিচার বিভাগ থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ তারিখে পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত চারজন বিচারককে আইন ও বিচার বিভাগে সংযুক্ত করা হয়েছে।

 এ বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নারী বিচারকগণের এ অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ বিচার বিভাগের জন্য একটি মাইলফলক। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশের নারী বিচারকগণ তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়ে বাংলাদেশের সুনাম বয়ে আনবেন।

 অন্যদিকে আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার বলেন, ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস। এ দিবসে দু’জন নারী বিচারকের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান বাংলাদেশের বিচার বিভাগের জন্য বিশাল প্রাপ্তি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি নারী বিচারকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষা কার্যক্রম আরো মজবুত হবে।

#

রেজাউল/রোকসানা/রেজুয়ান/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১১১

 **বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসচিবের বৈঠক**

**স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে দু’দেশের বাণিজ্যে নতুন দ্বার খুলে যাবার প্রত্যাশা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে দু’দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে নতুন দ্বার খুলে যাবার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। রেলপথ চালুর ফলে উভয় দেশের বাণিজ্য সহজ হয়েছে। তিনি বলেন, চলমান বর্ডার হাটগুলো উভয় দেশের মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এ বর্ডার হাটের সংখ্যা আরো বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, যে সকল পণ্যের ওপর এ্যান্টি ডাম্পিং আরোপ করা আছে, আলোচনার মাধমে সেগুলোর বিষয়ে যৌক্তিক সমাধান করা হবে। ভাতর-বাংলাদেশের ফুড প্রসেসিং এবং মোটর ভেহিকেল নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে সফররত ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য বিভাগের সচিব অনুপওয়াধাওয়ান এর সাথে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদেরকে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন।

 সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে পিটিএ এবং এফটিএ স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের সাথে বাংলাদেশ কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (সিইপিএ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধা সৃষ্টির জন্য কাজ করছে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর বাণিজ্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ফলে এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না।

 সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন, আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত মজুত সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বেসরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর মাধ্যমে প্রয়োজনের দ্বিগুণ পণ্য সরবরাহ করা হবে। ফলে পবিত্র রমজান মাসে কোন পণ্যের ঘাটতি হবে না এবং মূল্য বৃদ্ধি হবে না।

 ভারতের বাণিজ্য সচিবের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস¦ামী (Vikram Doraiswami), ভারতীয় হাইকমিশনের কমর্শিয়াল রিপ্রেজেনটেটিভ Pramyosh Basall, এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এফটিএ) মোঃ মহিদুল ইসলাম, ডব্লিউটিও সেলের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হাফিজুর রহমান সাক্ষাতের সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

বকসী/রোকসানা/মাসুম/নাইচ/রেজুয়ান/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১১০

 **বঙ্গবন্ধু আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক**

 **---পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

হবিগঞ্জ, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রধান শক্তি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরাধীনতার দাসত্ব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু।

 ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে আজ হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান কালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, পৃথিবীর সেরা রাজনৈতিক ভাষণের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ব্যতিক্রমী এবং অনন্য। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের ভাষণ একটি জাতিকে জাগ্রত করেছে, সবাইকে মিলিয়েছে এক মোহনায়, সবাইকে করে তুলেছে স্বাধীনতামুখী- এমন ঘটনা বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল।  এই ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে একটি জাতিরাষ্ট্র নির্মাণের মৌলিক শক্তি ও রাজনৈতিক দর্শন। ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়েছেন, দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা। এ ভাষণ শুধু ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল। পৃথিবীর ইতিহাসে যতদিন মুক্তির জন্য সংগ্রাম থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণটি মুক্তিকামী মানুষের মনে চির জাগরূক থাকবে। এ ভাষণ শুধু বাংলাদেশের মানুষের জন্য নয়, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের চির অনুপ্রেরণা।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় জুড়ে দেশের মানুষকে উজ্জীবিত রেখেছে।  স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এই অমর ভাষণ জীবন-মরণের কঠিন দুঃসময়ে বিপন্ন মানুষকে দিয়েছে শক্তি ও সাহস। এই শক্তি ও সাহসে ভর করেই বীর মুক্তিযোদ্ধারা মেশিনগানের গুলির মুখে এগিয়ে গেছে, প্রবেশ করেছে শত্রুর বাংকারে, ছিনিয়ে এনেছে বিজয়।

 এর আগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন প্রতিমন্ত্রী। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবু জাহির, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর চৌধুরী, হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইশরাত জাহান, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ উল্লাহ, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি শহিদ উদ্দিন চৌধুরী, হবিগঞ্জ সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোতাসসিরুল ইসলাম প্রমুখ।

#

তানভীর/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০৫৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৯

**বঙ্গবন্ধুর জন্যই স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল**

 **-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

মেহেরপুর, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্যই এদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

আজ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন হলো স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর মতো এত বড় মাপের, এত উচ্চ গুণসম্পন্ন নেতা না থাকলে আমরা এই স্বাধীনতা পেতাম না। তিনি আরো বলেন, এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ভাষণের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁর সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাঙালি মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ভাষণটি শুধু এদেশের জন্যই নয়, সারা বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

 প্রতিমন্ত্রী এসময় তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকলে বঙ্গবন্ধুর নীতি-আদর্শগুলো ধারণ করে দেশের জন্য কাজ করলে এদেশকে খুব দ্রুতই উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব।

 মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

 এর আগে প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

#

শিবলী/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/২১০০ ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০৮

**৭ মার্চের ভাষণ বাঙালির মনের মণিকোঠায় চিরঅম্লান, ইতিহাস বিকৃতিকারীরাই মুছে গেছে**

 **---তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের আবেদন পঞ্চাশ বছর পরও মানুষের মনের মণিকোঠায় অম্লান, উদ্দীপনাময়। ইতিহাস বিকৃতির অপচেষ্টায় কোনো লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বমহিমায় নতুন প্রজন্মের মনের গভীরে প্রোথিত হয়েছেন। বরং ইতিহাস বিকৃতিকারীরাই মুছে গেছে।’

 আজ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : বাঙালির মুক্তির সড়ক’ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী এসময় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ৫০তম বার্ষিকীতে সেমিনারটি আয়োজনের জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবকে ধন্যবাদ জানান। এর আগে সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণে অংশ নেন দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

 ড. হাছান বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে বহু কালজয়ী ভাষণ আছে। মার্টিন লুথার কিং, নেলসন ম্যান্ডেলা, আব্রাহাম লিংকন, জন এফ কেনেডি, জর্জ ওয়াশিংটন, আলেকজান্ডার দি গ্রেট, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং তাঁদের মতো অনেকের কিছু ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম সেরা হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ এই সমস্ত ভাষণ থেকে অনন্য। কারণ এটি লিখিত ভাষণ ছিল না। অতীতে অনেকে বলার চেষ্টা করেছেন, তিনি এই কথা লিখে দিয়েছিলেন বা বলতে বলেছিলেন, এভাবে কৃতিত্ব জাহিরের অপচেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কোনোটা দেখে বলেননি।’

 বঙ্গবন্ধু একনাগাড়ে ১৯ মিনিটে ১০১টি বাক্যে যে ভাষণ দিয়েছেন তার ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষা, বই বা সভা সেমিনারের ভাষা নয় উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু মানুষের সাথে যোগাযোগের জন্য শরীরের যে অঙ্গভঙ্গি এবং যে ভাষা, যে বাক্য, যে শব্দ চয়নের প্রয়োজন, সেগুলো ছিল বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণের অনন্য মাধ্যম। তিনি তাঁর ভাষণে সবাইকে সবচেয়ে আপন ‘তুমি’ সম্বোধন করেছেন অর্থাৎ জাতির সাথে তাঁর সেই সম্পর্কটি তখন দাঁড়িয়ে গেছে।’

 ড. হাছান তাঁর বিশ্লেষণী বক্তৃতায় বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু কার্যত সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং শুধু স্বাধীনতা ঘোষণাই নয়, ‘আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি’ তাহলে কি করতে হবে, কিভাবে লড়াই করতে হবে- সেটিও বলে দিয়েছেন। কিন্তু এমনভাবে বলেছেন যে, স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তাকে অভিযুক্তও করা যাচ্ছে না। এখানেই ৭ মার্চের ভাষণের মাধুর্য, অন্যতম সবচেয়ে বড় দিক।’

 ‘পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক অর্থবহ ভাষণ আছে, কিন্তু হাজার হাজার বছরের ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরকারী ১০ লক্ষ মানুষের সামনে দেয়া ৭ মার্চের এই ভাষণ যেভাবে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে, এমন আর কোনো ভাষণ আছে কি-না সেটি আমার জানা নেই’, বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 আজকে ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, কিন্তু এ ভাষণ নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ২১ বছর এই ভাষণ বাজেনি, রাষ্ট্রীয় সমস্ত অনুষ্ঠানে এই ভাষণ এমনকি বঙ্গবন্ধুর নামটিও নিষিদ্ধ ছিল, বলেন তথ্যমন্ত্রী। তরুণ বয়সের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, ‘৭৫ সালের পরপর আমার ছাত্র জীবনে যখন ছাত্রলীগের কর্মী ছিলাম, চট্টগ্রাম শহরে মাইকিংয়ের সময় আমরা ট্যাক্সিতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজাতাম, মানুষ তা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে যেতো।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

 ড. হাছান বলেন, ‘আজকে দেখতে পেলাম, যারা এই ভাষণকে নিষিদ্ধ করেছিল, ইতিহাসকে বিকৃত করেছিল, বঙ্গবন্ধুর নামটাও নিষিদ্ধ করেছিল, তারা ৭ মার্চ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সম্ভবত আজকে তারা পালন করছে। এটি কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে পালন করছে আমি জানি না, তবে তাদেরকে বলবো, ইতিহাস বিকৃত করে কোনো লাভ হয়নি। বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মনের মণিকোঠা থেকে মুছে ফেলা যায়নি। বিকৃতি ইতিহাসও ইতোমধ্যেই মুছে গেছে। শুধু পুস্তক বা অন্য জায়গা থেকেই নয়, মানুষের মনের মণিকোঠা থেকেও বিকৃত ইতিহাস মুছে গেছে।’

 ‘৭ মার্চের এই দিনে আসুন আমরা জিঘাংসা, হিংসা, ইতিহাস বিকৃতি, খলনায়ককে নায়ক বানানো চেষ্টা পরিহার করে সত্য ইতিহাস ধারণ ও লালন করে যার যার অবস্থান থেকে রাজনীতি করি, তাহলেই নতুন প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানবে; নইলে, ইতিহাস বিকৃতিকারীরা যে কাঠগড়ায় আজকে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই ইতিহাসের কাঠগড়া থেকে তাদেরও মুক্তি মিলবে না’ আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী।

 প্রেসক্লাব সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে ও গবেষণা সম্পাদক আইয়ূব ভুইঁয়ার সঞ্চালনায় গণমাধ্যম গবেষক অজিত কুমার সরকারের মূল প্রবন্ধ 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ : বাঙালির মুক্তির সড়ক' এর ওপর আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক সাইফুল আলম, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, স্বপন সাহা, শাহেদ চৌধুরী, জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান প্রমুখ।

#

আকরাম/রোকসানা/মাসুম/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৭

**৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস**

 **-- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 আজ ঢাকায় শিশু একাডেমি মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।  বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক জ্যোতি লাল কুরী।

 প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭ মার্চের ভাষণ সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে সেদিন জনসভার স্থান ছিল মুখরিত। সেখানে অসংখ্য নারীও উপস্থিত ছিলেন। ঐতিহাসিক এই ভাষণটি আজীবন বিশ্বের কোটি কোটি মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

 বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের শিশুরা অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করে। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

আলমগীর/রোকসানা/রেজুয়ান/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৯১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০৬

**৭ মার্চের ভাষণ এক অমর বাণী**

 **---খাদ্যমন্ত্রী**

নওগাঁ, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ এক অভাবনীয় অমর বাণী। ১৮ মিনিটের এই ভাষণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, জাতিকে একত্রিত করেছিলো। এই ভাষণে তিনি বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি সবাই আমরা ভাই ভাই। বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। বঙ্গবন্ধুর এই দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্যেই বাঙালি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বাঙালির বুকে আজও নাড়া দেয়। ৩০ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই বাংলার আকাশে বাতাসে এখনও তা ধ্বনিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অমর বাণী, এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

 মন্ত্রী আজ নওগাঁ জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত সদর উপজেলা হলরুমে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবসের আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও জয়বাংলা স্লোগান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জয় বাংলা মুক্তিযুদ্ধের স্পিড। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের শেষ সময়ে বলেছিলেন জয় বাংলা। আর জয়বাংলা স্লোগান নিয়েই স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে। সেই জয় বাংলা স্লোগান আজকে অনেকেই মুখে আনতে চাই না। যদি বিপদ হয়; জয় বাংলা বলায় যদি কেউ চেপে ধরে; এটা যারা মনে করে; আমার মনে হয় তারা অজ্ঞ!

 মন্ত্রী বলেন, দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার। যুদ্ধবিধ্বস্ত সে দেশটাকে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরি করে যোগাযোগ স্থাপন, মানুষকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলেন। যখন বঙ্গবন্ধু প্রতি মহাকুমাতে একজন করে জেলা গভর্নর পদ তৈরি করে এই দেশটাকে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন; ঠিক সেই মুহুর্তে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কাল রাত্রিতে তাকে হত্যা করা হয়। আমরা সেই অকৃতজ্ঞ জাতি, অভিশপ্ত জাতি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে স্বাধীনতার লাল সূর্যকে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর তার কণ্ঠ মাইক বা টেপ রেকর্ডার কোথাও আমরা শুনতে পাই নাই। হত্যার বিচার যেন না হয় তার জন্য তার রচিত সংবিধানকে কেটে ছিঁড়ে বিচারকাজ বন্ধ করে দিয়ে; স্বাধীনতা যুদ্ধাপরাধীদেরকে মন্ত্রী বানিয়ে; তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে রঞ্জিত লাল সবুজের পতাকা তুলে দেয়া হয়েছিল।

 সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, বাংলাদেশ তাদের কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল; তখন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি আসে নাই। এদেশে হাহাকার ছিল, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল না, অভাবী দেশ ছিল, বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছিল। তিন বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলাদেশ। সেই তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশে এখন আর কেউ অভাবী নেই। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার যে প্রয়াস ছিল তারই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করে যাচ্ছেন। বাঙালি জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং বাঙালি জাতিকে অভিশাপমুক্ত করেছেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে এবং জাতির পিতার হত্যার বিচার করে।

 এ সময় মন্ত্রী নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বলেন, বঙ্গবন্ধুর উপর অনেক বই বের হয়েছে সেগুলো বেশি বেশি পড়তে হবে। সেটাও যদি না পড়ো তাহলে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বইগুলো পড়ার চেষ্টা করো; জীবনে অনেক কিছু শিখতে পারবে, জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবে।

 এসময় জেলা প্রশাসক মোঃ হারুন অর রশীদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিবুল আকতার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হারুন অর রশীদ, সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর শরীফুল ইসলাম খান, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামসহ প্রমুখ।

#

সুমন/রোকসানা/মাসুম/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯৩৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০৫

**স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১ ঘোষণা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 সরকার জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১’ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

 ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১’ প্রাপ্তরা হচ্ছেন : মরহুম এ কে এম বজলুর রহমান (স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ), শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার (স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ), মরহুম বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ (স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ), মরহুম আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু (স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ), ড. মৃন্ময় গুহ নিয়োগী (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি), মহাদেব সাহা (সাহিত্য), আতাউর রহমান (সংস্কৃতি), গাজী মাজহারুল আনোয়ার (সংস্কৃতি), অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন (সমাজসেবা/জনসেবা) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ)।

 আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

ড. শাহিদা/রোকসানা/মাসুম/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০৪

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ হাজার ৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৬০৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৫০ হাজার ৩৩০ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১১জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৪৬২ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ৩ হাজার ৩ জন।

#

হাবিবুর/রোকসানা/মোশারফ/রেজাউল/২০২১/১৭৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০৩

**কুনমিংয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন**

কুনমিং, চীন (৭ মার্চ):

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং, চীন-এ যথাযোগ্য ভাবগাম্ভীর্য ও মর্যাদার সাথে আজ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

 জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন কনস্যুলেট জেনারেল। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ, আলোচনা সভা এবং ৭ মার্চ এর ভাষণের ডকুমেন্টরি প্রদর্শন।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল বলেন, ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বজ্রকন্ঠে কালজয়ী ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। কনসাল জেনারেল ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

 চীনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

#

আমিনুল/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১০২

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫ জয়িতাকে সম্মাননা দেওয়া হবে**

 **- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলনকক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানাতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

 মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বলেন, জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে রয়েছে গভীর তাৎপর্য। এই ভাষণ সমগ্র জাতিকে উজ্জীবিত করে। তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারী-অধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা সৃষ্টির জন্য দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

 সংবাদ সম্মেলনে  মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, জাতীয় মহিলা সংস্থার চেয়ারম্যান চেমন আরা তৈয়ব, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাস, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সুরথ কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন।

 সংবাদ সম্মেলনে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনা ও নেতৃত্বে দেশে নারীর ক্ষমতায়নের শুরু। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে নারীর উন্নয়ন,ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০৪১ সাল নাগাদ কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ৫০-৫০ এ উন্নীত করার অঙ্গীকার করেন। তাঁরই নির্দেশনায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা ও আত্মকর্মসংস্থান সকল ক্ষেত্রে নারীর আজ সফল অগ্রযাত্রা। প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলা করতে পেরেছে। যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলভুক্ত দেশের সরকার প্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী তিন নারী নেতার একজন নির্বাচিত হয়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 এবারের প্রতিপাদ্য, ‘করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব’ উল্লেখ করে তিনি জানান, করোনাকালে বাংলাদেশের ডাক্তার, নার্স, প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা বাহিনীসহ সকল পর্যায়ের নারীরা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নারীরাই করোনাকে জয় করে সমতার বিশ্ব গড়ে তুলবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান উদযাপন বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ মার্চ, গণভবন থেকে সকাল ১০.৩০টায় অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করবেন। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতাকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। তাঁরা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে উপস্থিত থেকে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রীর নিকট থেকে সম্মাননা গ্রহণ করবেন। তাঁদের প্রত্যেককে এক লাখ টাকার চেক, ক্রেষ্ট ও সনদ প্রদান করা হবে।

 জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের নাম ঘোষণা করে প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, এ বছর অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী বরিশাল বিভাগ থেকে বরিশাল জেলার হাছিনা বেগম নীলা; শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী হলেন রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলার মিফতাহুল জান্নাত; সফল জননী হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হয়েছেন বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলার মোসাম্মৎ হেলেন্নছা বেগম; নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল জেলার রবিজান ও সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখায় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতা হয়েছেন খুলনা বিভাগের নড়াইল জেলার অঞ্জনা বালা বিশ্বাস।

 তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সরাসরি সম্প্রচার ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে। টেলিভিশন ও রেডিওতে নারীর অধিকার ও সমতা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন, অধিকার এবং এ বিষয়ে প্রচার ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে র‌্যালি, সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী ইন্দিরা বলেন, বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের অসামান্য অগ্রগতি, সমতা সৃষ্টি, বৈষম্য হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিয়ে বন্ধ, সুরক্ষা, সকল ধরণের সহিংসতা প্রতিরোধ এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে দিবসটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

#

আলমগীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/কুতুব/২০২১/১৬২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০১

**মুম্বাই-এ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত**

মুম্বাই, (৭ মার্চ) :

 যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, মুম্বাই-এ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা ও প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের সচিত্র ভাষণ প্রদর্শিত হয়।

 জুম ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত আলোচনা পর্বে অংশগ্রহণকারী সকলেই তাঁদের বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ও ঐন্দ্রজালিক এই ভাষণের সার্বজনীন আবেদন তুলে ধরেন। এ ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

 মুম্বাইস্থ বাংলাদেশের উপ-হাইকমিশনার মোঃ লুৎফর রহমান বলেন- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ যুগে যুগে বাঙালি জাতির জাতীয় ঐক্যের মূলমন্ত্র হয়ে কাজ করবে এবং জাতিকে শক্তি ও সাহস যোগাবে। মহান নেতার এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালি জাতির ইতিহাসে যেমন চিরন্তন তেমনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও আজ স্বীকৃত ও সমাদৃত। তিনি সকলকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য এবং বিশ্বসভায় বাংলাদেশের মর্যাদাপূর্ণ আসন অর্জনে স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানান।

 মুম্বাইস্থ কূটনৈতিক কোরের সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, প্রবাসী বাংলাদেশি, উপ-হাইকমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং সাংবাদিকসহ স্থানীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিনিধিগণ জুম ওয়েবিনার-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত আলোচনার অংশগ্রহণ করেন।

#

নাফিসা/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১১০০

**ভিয়েতনাম মিশনে ‘ঐতিহাসিক ৭ মার্চ’ জাতীয় দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন**

হ্যানয় ভিয়েতনাম, (৭ মার্চ):

 ‘ঐতিহাসিক ৭মার্চ’ জাতীয় দিবস আজ যথাযোগ্য মর্যাদা এবং বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়, ভিয়েতনাম।

 এ উপলক্ষ্যে দূতাবাসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত, আলোচনা সভা এবং ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ।

 আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত সামিনা নাজ বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিবসের তাৎপর্য্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

 রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন পাকিস্তানী শাষকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার সাথে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন তা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ-স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান। সংগ্রামী এ নেতার নেতৃত্বে আপামর জনতা সে সময় মুক্তি সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাই ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণ পুরো বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার যে উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলো -তারই ফলস্বরূপ আমাদের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু এবং সে সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

  #

সামিনা/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১০৯৯

**মুজিববর্ষ উপলক্ষে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ওয়াল ব্রান্ডিং উদ্বোধন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী “মুজিববর্ষ” উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন আলোকচিত্র নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ওয়াল ব্রান্ডিং-এর উদ্বোধন করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন।

 আজ সকালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি এই ওয়াল ব্র্যান্ডিং এর উদ্বোধন করেন। ওয়াল ব্র্যান্ডিংয়ে জাতির পিতার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন সময়ের আলোকচিত্র, তাঁর উক্তি এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের করা উক্তি স্থান পেয়েছে।

 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের গণমানুষের সেবায় তাঁর সারাজীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি আমাদের দিয়েছেন দেশ, দিয়েছেন পতাকা, দিয়েছেন আত্মপরিচয়। উন্নত জাতি ও উন্নত দেশ গঠনের জন্য আজীবন কাজ করেছেন জাতির পিতা। আজকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের এই ওয়াল ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অমর কীর্তি সম্পর্কে জানতে পারবে।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, কোম্পানি সচিব মোঃ নাজমুস সাদাত সেলিম, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে জেনারেল ম্যানেজার কেভিন ওয়ালেস।

 #

তানভীর/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৮

**৮০টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছে বাংলাদেশ**

 **- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, পৃথিবীর ৮০টি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। অন্যান্য সফটওয়্যারের মতো ফিনান্সিয়াল সফটওয়্যারের তৈরির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে। এরই ধারাবাহিকতায় আর্থিক নিরীক্ষা খাতে বিদ্যমান স্থবিরতা কাটিয়ে এই খাতটি একটি সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত হচ্ছে। তিনি নিরীক্ষা কাজের জন্য টুলস তৈরির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এই লক্ষ্যে তিনি সরকারের গৃহীত উদ্যোগ সফল করতে আইসিটি সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডিসমূহকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অভ্ চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বাংলাদেশ (আইক্যাব) এর উদ্যোগে ‘ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট’ শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। আইক্যাব সভাপতি এম এইচ হোসাইনের সভাপতিত্বে এবং আইক্যাব নেতা আলী আশফাকের সঞ্চালনায় প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র কর্মকর্তাগণ বক্তৃতা করেন।

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে সফটওয়্যার সম্পৃক্ত পণ্য জিডিপিতে বড় অবদান রেখেছে উল্লেখ করে বলেন, মেধাসম্পদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপির শতকার ৩৭ ভাগ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ হয়ত ওরাকলের মতো বড় বড় সফটওয়্যার বানাতে পারে না কিন্তু সক্ষমতায় আমরা বহু দূর এগিয়ে। দেশের কম্পিউটার বিকাশের অগ্রদূত ও কম্পিউটারে বাংলার প্রবর্তক মোস্তাফা জব্বার বলেন, ১৯৬৪ সালে দেশে প্রথম কম্পিউটার আসে। ১৯৮৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে কম্পিউটার ছিলো বিশেষ ব্যক্তি, পেশা ও বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্রমাত্র। কম্পিউটারে বাংলা প্রচলনের পর এর প্রসার শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কম্পিউটারের ওপর ভ্যাট ট্যাক্স প্রত্যাহার করে কম্পিউটারকে সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দিতে যুগান্তকারি অবদান রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রযুক্তি খাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়।

 ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চিন্তা বিস্ময়কর উল্লেখ করে মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে জ্ঞানভিত্তিক সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। করোনাকালে এর প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। তিনি বলেন, করোনার আগে দেশে একহাজার জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হতো। করোনাকালে তা ২১০০ জিবিপিএসে উন্নীত হয়েছে। অথচ ২০০৮ সালে দেশে মাত্র ৮জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ ব্যবহার হতো। ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিলো ৮ লাখ যা বর্তমানে ১১ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

 বক্তারা, আইটি নির্ভর অডিট শিক্ষা কার্যক্রম সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৫১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১০৯৭

**বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সমগ্র জাতিকে মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করে**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণে সমগ্র বাঙালি জাতি মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে আমরা বাঙালিরা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। তারপর বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকেই যুদ্ধ করেছি।

 আজ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস-২০২১’ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গোলাম দস্তগীর গাজী,বীরপ্রতীক এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। ৭ মার্চের ভাষণকে অস্বীকার করা মানে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির না। উনি সারা বিশ্বের নেতা। ৭ মার্চের ভাষণ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্ববাসীর একটি সম্পদ। পরাধীন জাতির মুক্তির একটি ঐতিহাসিক বার্তা। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের শোষিত মানুষের কন্ঠস্বর। যেখানেই অন্যায় অবিচার ছিলো সেখানেই বঙ্গবন্ধু প্রতিবাদ করেছেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দুরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে আজ দেশের মানুষ টিকা পাচ্ছে। করোনাকালে বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে শেখ হাসিনাকে আমাদের সহায়তা করতে হবে ।

 উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহ্ নূসরাতসহ এর সভাপতিত্বে  অনুষ্ঠানে রূপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মো:শাহজাহান ভূইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

 #

সৈকত/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১৩৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১০৯৬

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

 **সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিয়য়টি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলোঃ

**মূলবার্তা:**

“প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ মার্চ, সকাল ১০.৩০ টায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১’ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল প্লাটফমে অংশগ্রহণ করবেন”।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য:**“**করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব”।

 #

আলমগীর/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১২৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১০৯৫

**দেশের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা, মৌলভীবাজার, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকারি- বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হতে পারবে না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের আগেই এদেশ উন্নত দেশে পরিনত হবে, কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

 আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 পরিবেশমন্ত্রী বলেন, আমরা সৌভাগ্যবান যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মতো একজন মহান ও হিমালয়সম ব্যক্তিত্বকে জাতির পিতা হিসেবে পেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে ৭ মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে লক্ষ জনতাকে সামনে রেখে যে ঐতিহাসিক ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, তা আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে ইউনেস্কো গ্রহণ করেছে। এই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিবাহিনী মরণপণ যুদ্ধ করেছিলো বলেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। জাতির পিতা দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতা আর তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা দেশের জন্য এনেছেন বিশ্বের সম্মান। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনা মোতাবেক দেশের উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

 বড়লেখা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আল ইমরান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সোয়েব আহমদ, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর এবং ভাইস চেয়ারম্যান মো. তাজ উদ্দিন প্রমুখ ।

 এর আগে পরিবেশ মন্ত্রী ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বড়লেখা উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং জয়বাংলা সাইকেল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২১/১২৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯৪

**জাপানে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত**

টোকিও (জাপান), ৭ মার্চ :

 টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন করেছে। আজ সকালে দূতাবাস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের শুরুতে দূতাবাসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ। পরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এসময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ডিজিটাল ফরম্যাটে, অনলাইন অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাপানি নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশি এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

 স্বাগত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৭ মার্চ এক অনন্য ও উজ্জ্বল দিন, ১৯৭১ সালের
এদিন বাঙালি জাতির মুক্তির কান্ডারি ও রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার জন্য উম্মুখ বাংলাদেশের লাখো জনতাকে শুনিয়েছিলেন মুক্তির বাণী, প্রদান করেছিলেন মুক্তি সংগ্রামের সুস্পস্ট নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ ছিলো বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর অকৃত্রিম দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ৭ মার্চের ভাষণ থেকে  অনুপ্রাণিত হয়ে মুক্তিপাগল জনতা দেশ স্বাধীনের প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে পরাজিত করে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছিলো।

 উম্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাপান প্রবাসী বাংলাদেশ কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের ওপর তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

 পরে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাপান বাংলাদেশ সোসাইটি
(জে বি এস) ও টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাস এর যৌথ উদ্যোগে একটি অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মভিত্তিক আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো “Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: His Life and Legacy” । আলোচ্য বিষয়ে মূল উপস্থাপনা করেন জে বি এস এর উপদেষ্টা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক।  অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জে বি এস এর প্রেসিডেন্ট সাবেক রাষ্ট্রদূত মাসাতো ওতানাবে, জে বি এস এর পরিচালক ওসামু হায়াকাওয়া এবং রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ।

#

শিপলু জামান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কুতুব/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী      নম্বর : ১০৯৩

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতা**

**গতকালের বিজয়ীদের তালিকা**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন ( ৭ মার্চ) :

          জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত গতকালের অনলাইনভিত্তিক ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ’ প্রতিযোগিতার স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজন হলেন : লক্ষীপুরের তামজিদুর রহমান, জামালপুরের কাউসার আহমেদ, কুমিল্লার মো. আরিফ হোসেন, টাঙ্গাইলের আর বি রায়হান রাজ এবং ঝিনাইদহের রমা ঘোষ।

         গতকালের কুইজে ৫৯ হাজার ৬২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

          স্মার্টফোন বিজয়ী পাঁচজনসহ ১০০ জিবি করে মোবাইল ডাটা বিজয়ী ১০০ জনের ছবিযুক্ত নামের তালিকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ওয়েবসাইট ([https://mujib100.gov.bd](https://mujib100.gov.bd/) অথবা [https://quiz.priyo.com](https://quiz.priyo.com/)) থেকে জানা যাবে।

#

মোহসিন/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১২৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯২

**ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাস উদ্বোধন**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

 মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে “ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর” চালু করেছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

 রোববার (৭ মার্চ) সকালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শিখা চিরন্তনে জাদুঘর সম্বলিত ২টি বাস উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক । এসময় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সচিব তপন কান্তি ঘোষসহ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, ভ্রাম্যমান এ জাদুঘরের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হবে। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রামের সঠিক তথ্য জানতে পারবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

 তিনি বলেন, ‘ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাস’ উদ্যোগ আমরা এবারই প্রথম নিয়েছি। এই বাসে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য থাকবে। জাদুঘর বাস শুধু ঢাকায় নয়, সারাদেশেই চলবে ।

 উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের “নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ” প্রকল্পের অধীনে এই ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস চালু করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

#

মারুফ/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯১

**নওগাঁয় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে খাদ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদন**

নওগাঁ, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ):

 খাদ্যমন্ত্রী ও নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাধন চন্দ্র মজুমদার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আজ নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 তিনি প্রথমে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও পরে জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

 এরপর একে একে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার নিজাম উদ্দিন জলিল জন, জেলা প্রশাসক হারুন অর রশিদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাকিবুল আকতার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

 পরে জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ, এক মিনিট নীরবতা পালন ও আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন/অনসূয়া/কামাল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৯০

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ৮ই মার্চ ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিশ্বের সকল নারীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 নারী আন্দোলনের ইতিহাসে আজ এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা আর মজুরি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে নারী আদায় করেছিল তার অধিকার। আদায় করেছিল বিশ্ব সমীহ। নারী তার মেধা ও শ্রম দিয়ে যুগে যুগে সভ্যতার সকল অগ্রগতি এবং উন্নয়নে করেছে সমঅংশীদারিত্ব। আর তাই সারা বিশ্বে বদলে গেছে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নারীর কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে স্বীকৃতি।

 আন্তর্জাতিক নারী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য- ‘করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব’ -অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ‘নারী পুনর্বাসন বোর্ড’ গঠন করেন। তিনি জাতীয় জীবনের সকলক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি সংবিধানে নিশ্চিত করেন।

 বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশ আজ নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা গ্রহণ করেছি নানামুখী পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার রেসপন্সিভ বাজেট প্রণয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় তৃণমূল পর্যায়ের নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। হ্রাস পাচ্ছে নারীর দারিদ্র্য। জাতীয় অর্থনীতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে নারীর অংশগ্রহণ। কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য নির্বিঘ্নে কাজ করার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। দেশে নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় রয়েছে কঠোর আইন এবং আইনের প্রয়োগ। আমরা রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি, কূটনীতি, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চ পর্যায়, অর্থনীতি, সাংবাদিকতা, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প-সাহিত্য, খেলাধুলা প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও রয়েছে এদেশের নারীদের ব্যাপক পরিচিতি। চিকিৎসা, রাজনীতি, মানবাধিকার রক্ষা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন, খেলাধুলা, এভারেস্ট বিজয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের মেয়েরা অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মাননা। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণসহ চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে জোরালো পদক্ষেপ এবং নতুন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আমরা সফল হয়েছি।

 জাতিসংঘসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করছে। আমরা জাতিসংঘের এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অভ্ চেঞ্জ, শিক্ষায় লিঙ্গসমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনেস্কোর ‘শান্তি বৃক্ষ’ এবং গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ সহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছি।

 এদেশের নারী পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে বাংলাদেশে উত্তরণ ঘটবে। বিনির্মাণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। বাস্তবায়িত হবে ডেল্টাপ্ল্যান-২১০০। মুজিববর্ষে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/মাসুম/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৮৯

**আন্তর্জাতিক নারী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২২ ফাল্গুন (৭ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যেনিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল নারীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ বছর নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ‘করোনাকালে নারী নেতৃত্ব, গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব’ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক সকল কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকা অগ্রগণ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯(৩) অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। নারীদের যথার্থ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার নারী শিক্ষার বিস্তার, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়নসহ নারীর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে বাল্যবিবাহ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও বিপণনের সুবিধা প্রদান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি, কর্মকৌশল ও বিধিবিধান হিসেবে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮ ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, দেশের টেকসহ উন্নয়নে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সহযাত্রী হিসেবে কাজ করবেন। মুজিববর্ষে নারী উন্নয়নে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের ফলে নারী উন্নয়ন আজ সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, বিচারবিভাগ, প্রশাসন, কূটনীতি, সশস্ত্রবাহিনী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, শান্তিরক্ষা মিশনসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর সফল অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে একটি দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমি নারী-পুরুষ সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২১’ উপলক্ষ্যেগৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/কামাল/আসমা/২০২১/১২০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

Handout Number : 1088

**Bangladesh condemns drone attacks in Saudi Arabia**

**Dhaka, (7 March) :**

 Bangladesh strongly condemns the drone attacks targeting the Kingdom of Saudi Arabia and the South-western city of Kingdom of Saudi Arabia, Abha by the Houthi rebels on 10th February 2021 that hit a parked commercial aircraft causing damage and the second attack on 17th February 2021 which however, was intercepted and destroyed by the Joint Coalition Forces before hitting targets.

 These unprovoked acts by the Houthi rebels undermine the peace and security in the region. Bangladesh calls for immediate cessation of such attacks and reiterates solidarity with the brotherly Kingdom of Saudi Arabia in the face of such aggression and expresses its full support to the Kingdom against any threat to its security and territorial integrity and in their efforts to bring about lasting peace and stability in the region.

#

Tohidul/Anasuya /Kamal/Masum/2021/1100 hours